যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য কথা

সংখ্যাঃ ৩, ডিসেম্বর, ২০১৯

যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য অধিকার সম্পর্কিত সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক প্রকল্প

'Enhancing Awareness on Sexual and Reproductive Health & Rights (EASRHR)' Project

খুলনা জেলার ডুমুরিয়া উপজেলার ১৪টি ইউনিয়নে AmplifyChange, UK এর আর্থিক সহযোগিতায় যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি বিষয়ক প্রকল্পটি ১ম পর্যায়ে জুলাই ২০১৬ ইং থেকে জুন ২০১৮ইং পর্যন্ত কাজ শেষ হওয়ার পর ডুমুরিয়া উপজেলার ১৪ ইউনিয়নের ৪০টি কমিউনিটি ক্লিনিক ও ফুলতলা উপজেলার ৪টি ইউনিয়নে (দামোদর, ফুলতলা, জামিরা, আটরা) ৪টি কমিউনিটি ক্লিনিক (ডাউকোনা, কারিকর পাড়া, নাউদাড়ী ও উত্তরডিহী) নিয়ে জুলাই ২০১৮ থেকে জুন ২০২০ইং প্রকল্পের ২য় পর্যায়ের কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

সম্পাদকীয়ঃ

দলিত সংস্থা পরিচালিত EASRHR প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য জনগণকে কমিউনিটি ক্লিনিকমুখী করা যাতে সেখান থেকে স্বাস্থ্য সেবা নিতে পারে। কমিউনিটি ক্লিনিক বাংলাদেশ সরকারের একটি যুগান্তকারী স্বাস্থ্যসেবা প্রদান পদক্ষেপ এবং জনগনের সবচেয়ে দোরগোড়ায় অবস্থিত স্বাস্থ্য সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান। কমিউনিটি ক্লিনিক জনগনের সবচেয়ে কাছাকাছি প্রতিষ্ঠান হলেও বেশীরভাগ জনগন এর সেবাদান সম্বন্ধে ততটা অবহিত ছিল না। বিশেষতঃ সমাজের প্রান্তিক ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর প্রবেশাধিকার সীমাবদ্ধ ছিল।

প্রকল্পের ৩য় বর্ষের কার্যক্রমের এ পর্যায়ে জনগণের মাঝে যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য অধিকার সম্বন্ধে সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে বিশেষ করে কমিউনিটি ক্লিনিক সমূহে দলিত জনগোষ্ঠীর অভিগম্যতা বৃদ্ধি পেয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ও প্রকল্পের কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত করার জন্য 'যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য কথা' পত্রিকাটির ৩য় সংখ্যা প্রকাশ করা হলো। পত্রিকাটি প্রকাশে প্রকল্পের সকল কর্মী ও স্টেকহোল্ডারগন কর্তৃক গঠনমূলক মতামত প্রদানের জন্য সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ।

EASRHR প্রকল্পে জুলাই ২০১৯ থেকে ডিসেম্বর ২০১৯ইং সময়কালে যে সকল কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে তা নিম্নরুপঃ

১. কমিউনিটি (উঠান বৈঠক) দলের সভাঃ

দলিত ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মাঝে যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়ক বার্তা পৌঁছানোর জন্য EASRHR প্রকল্প নিয়মিত উঠান বৈঠক পরিচালনা করে থাকে। উঠান বৈঠকের আওতায় সাধারনতঃ পুরুষ, যুব নারী, কিশোর ও কিশোরীদের নিয়ে সভা করা হয়। পূর্বপরিকল্পনা মোতাবেক প্রতিমাসে উঠান বৈঠক পরিচালনা করা হয়। সভায় সাধারনতঃ যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য অধিকার ও স্বাস্থ্য সেবা বিষয়াদি যেমন- ঋতুকালীন স্বাস্থ্য পরিচর্যা, বয়ঃসন্ধিকাল, গর্ভবতী ও প্রসূতি মায়ের স্বাস্থ্যসেবা, শিশু স্বাস্থ্য, ডেঙ্গু প্রতিরোধ, মাদকের ভয়াবহতা, পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি, জেন্ডার সমতা সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। প্রকল্পের আওতায় জুলাই ২০১৯ থেকে ডিসেম্বর ২০১৯ সময়কালে মোট ১১০ টি কমিউনিটি দলের সভা পরিচালনা করা হয়েছে এবং উক্ত সভায় ২,২০০ জন গ্রামবাসী উপস্থিত হয়ে যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়ে বার্তা পেয়ে সচেতন হয়েছে ও তা নিজেদের মাঝে প্রয়োগ করে সামাজিক, শারিরীক ও আর্থিকভাবে লাভবান হয়েছে।

২. কমিউনিটি গ্রুপ (সিজি) সভাঃ

কমিউনিটি ক্লিনিক পরিচালনায় কমিউনিটি গ্রুপের গুরুত্ব অপরিসীম। প্রতিটি কমিউনিটি ক্লিনিকের ১৭ জন সদস্য নিয়ে প্রতি মাসে নির্দিষ্ট দিনে সভা পরিচালনা করা হয়। প্রতিটি সভায় কমিউনিটি ক্লিনিক সঠিকভাবে ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা সংক্রান্ত বিষয়াদি নিয়ে কমিটির সদস্যদের দায়িত্ব ও কর্তব্য নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। পাশাপাশি কমিউনিটি গ্রুপের সদস্যদের সচেতনতার জন্য যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য ও অধিকার সংক্রান্ত চাহিদা মাফিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়। কমিউনিটি গ্রুপের সদস্যগন যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য ও অধিকার সংক্রান্ত শিখনসমূহ তাদের সমবয়সীদের সাথে খোলামেলা আলোচনা করে থাকেন। যার ফলে কমিউনিটি গ্রুপের সভায় আলোচিত যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়ক বার্তা সমূহ সাধারন জনগণের মাঝে বিস্তার লাভ করে থাকে। উল্লেখ করা যায় যে, নিয়মিতভাবে কমিউনিটি গ্রুপের সাথে সভা সম্পাদন করার ফলে গ্রুপের সদস্যগণ সক্রিয় হয়েছে ফলে তারা কমিউনিটি ক্লিনিক পরিচালনায় দায়িত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হয়েছে ও কমিউনিটি ক্লিনিক সার্থক ও সুন্দরভাবে পরিচালিত হচ্ছে। ডুমুরিয়া উপজেলার আওতাধীন ৪০টি কমিউনিটি ক্লিনিকে গত ছয় মাসে (জুলাই-ডিসেম্বর) ২৪০টি কমিউনিটি গ্রুপের সভা সম্পাদন করা হয়েছে যেখানে সর্বমোট ৩,৮০৬ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন।

৩. ওয়াচ গ্রুপ এর সাথে সভাঃ

ডুমুরিয়া উপজেলার ১৪টি কমিউনিটি ক্লিনিকের আওতায় ১৪টি ও ফুলতলা উপজেলার ৪টি কমিউনিটি ক্লিনিকের আওতায় ৪টি ওয়াচ গ্রুপ আছে। বর্তমানে ডুমুরিয়া উপজেলার ১৪টি ওয়াচ গ্রুপ নিজেদের উদ্যোগে কাজ করলেও ফুলতলা উপজেলার ৪টি ওয়াচ গ্রুপ প্রকল্পের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হচ্ছে। প্রতিটি ওয়াচ গ্রুপে ৯ জন সদস্য আছে। ওয়াচ গ্রুপের সদস্যগণ হলেন ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচিত প্রতিনিধি, কমিউনিটি ক্লিনিকের জমিদাতা, এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তি ও দলিত জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধি। ওয়াচ গ্রুপের সদস্যগণ প্রকল্প কর্মীদের সার্বিক সহযোগিতায় প্রতিমাসে নির্ধারিত দিনে মাসিক সভা করে থাকেন। সভায় বিগত মাসের অর্জন, পরবর্তী মাসের পরিকল্পনা প্রণয়ন, কর্মকান্ড পরিচালনার বাধাসমূহ ও সেগুলো থেকে উত্তরণের বিষয়াদি নিয়ে আলোকপাত করেন। ওয়াচ গ্রুপের সদস্যগণ প্রতিমাসে দলিত ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সাথে সচেতনতা মূলক সভা পরিচালনা, বাড়ী পরিদর্শন, কমিউনিটি ক্লিনিক পরিদর্শন, স্বাস্থ্য সেবাদানকারী ব্যক্তিবর্গ-এর সাথে নিয়মিত যোগাযোগ, সিআরসি ডাটা সংগ্রহ ইত্যাদি কর্মকান্ড সম্পাদন করে থাকেন।

৪. ইউনিয়ন পরিষদে শেয়ারিং সভাঃ

কমিউনিটি ক্লিনিক এর সেবার মান ও ব্যবস্থাপনার উন্নয়নের জন্য ইউনিয়ন পরিষদের সদস্যবৃন্দের সাথে মতবিনিময় সভা করা হয়। প্রতিবেদনকালীন সময়ে ৪টি ইউনিয়ন পরিষদ যথাক্রমে আটলিয়া ইউনিয়ন পরিষদ, রুদাঘরা ইউনিয়ন পরিষদ, শোভনা ইউনিয়ন পরিষদ ও গুটুদিয়া ইউনিয়ন পরিষদের সদস্যবৃন্দদের সাথে মতবিনিময় সভা সম্পাদন করা হয়েছে। সভায় কমিউনিটি ক্লিনিকের বিভিন্ন সমস্যাদি নিয়ে আলোচনা করা হয়। মতবিনিময় সভায় আলোচনার মাধ্যমে ইউনিয়ন পরিষদের স্বাস্থ্য বিষয়ক বাজেটের অংশবিশেষ কমিউনিটি ক্লিনিকের বিভিন্ন সরঞ্জামাদি ক্রয়ের কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে। গত ২৭/১১/২০১৯ইং তারিখে গুটুদিয়া ইউনিয়ন পরিষদের মতবিনিময় সভায় ডুমুরিয়া উপজেলা চেয়ারম্যান মহোদয় উপস্থিত ছিলেন।

৫. যোগাযোগ, এ্যাডভোকেসী ও সি আর সি রিফ্রেসার্স প্রশিক্ষণঃ

ওয়াচ গ্রুপ সদস্যদের দক্ষতা ও যোগ্যতা বৃদ্ধির জন্য ইতোপূর্বে যোগাযোগ, এ্যাডভোকেসী ও সি আর সি বিষয়ের উপর ৩ দিন ব্যাপী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়েছিল। তারই ধারাবাহিকতায় গত ১৯শে নভেম্বর ফুলতলা প্রকল্প অফিসে যোগাযোগ, এ্যাডভোকেসী ও সি আর সি বিষয়ের উপর ১ দিনের রিফ্রেসার প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত রিফ্রেসার প্রশিক্ষণে ৩৩ জন ওয়াচ গ্রুপের সদস্য উপস্থিত ছিলেন। রিফ্রেসার্স প্রশিক্ষণে উপজেলা পর্যায়ের প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা, ফুলতলা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ও উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন। রিফ্রেসার্স অনুষ্ঠানে ওয়াচ গ্রুপের সদস্যগণ যোগাযোগ, এ্যাডভোকেসী ও সি আর সি বিষয় সমূহের উপর বিভিন্ন শিক্ষনীয় বিষয়, সফলতা, প্রতিবন্ধকতা ও সেগুলো থেকে উত্তরণের বিষয়াবলী নিয়ে ব্যাপক আলোকপাত করা হয়।

৬. স্যানিটারী ন্যাপকিন/প্যাড বিক্রেতাদের প্রশিক্ষণঃ

দলিত ও প্রান্তিক নারী এবং কিশোরীগণ ঋতুকালীন স্বাস্থ্য পরিচর্যা সম্পর্কে সচেতন না থাকার কারণে নানাবিধ জরায়ু সংক্রমণ রোগে আক্রান্ত হয়। দলিত EASRHR প্রকল্পের মাধ্যমে দলিত ও প্রান্তিক নারী এবং কিশোরীদের ঋতুকালীন স্বাস্থ্য পরিচর্যা বিষয়ে সচেতন করে আসছে। ঋতুকালীন স্বাস্থ্য পরিচর্যা বিষয়ে নারী ও কিশোরীরা সচেতন হলেও প্রত্যন্ত অঞ্চলে স্যানিটারি ন্যাপকিন/প্যাড সহজলভ্য না থাকার কারণে তাদের মাঝে ঋতুকালীন স্বাস্থ্য পরিচর্যা সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করা সম্ভব হচ্ছে না। গ্রামীণ প্রত্যন্ত অঞ্চলে স্যানিটারি ন্যাপকিন/প্যাড সহজলভ্য করার জন্য EASRHR প্রকল্প কর্মএলাকায় স্যানিটারি ন্যাপকিন/প্যাড বিক্রয়ের জন্য খুচরা বিক্রেতা তৈরী করা সহ স্যানিটারি ন্যাপকিন/প্যাড বিক্রয়কারী প্রতিষ্ঠানের সাথে সংযোগ স্থাপন করেছে। খুচরা বিক্রেতাগণ যাতে সঠিকভাবে স্যানিটারি ন্যাপকিন/প্যাড-এর ব্যবহারবিধি গ্রামীণ নারী এবং কিশোরীদের বোঝাতে সক্ষম হয় সেজন্য খুচরা বিক্রেতাদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে এ কিউ সানি ইন্টারন্যাশনাল নামীয় স্যানিটারি ন্যাপকিন/প্যাড উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ প্রতিষ্ঠানের প্রশিক্ষকগণ উপস্থিত ছিলেন।

৭. স্বাস্থ্য সেবা প্রদানকারীদের সাথে মত বিনিময় সভাঃ

ঋতুকালীন স্বাস্থ্য পরিচর্যা বিষয়ে দলিত ও প্রান্তিক নারী ও কিশোরীদের জ্ঞান সীমিত। সঠিকভাবে ঋতুকালীন স্বাস্থ্য পরিচর্যা না করার ফলে নারীরা বর্তমানে জরায়ু সংক্রমণ সংক্রান্ত নানাবিধ রোগে আক্রান্ত হচ্ছে। স্বাস্থ্যসম্মতভাবে ঋতুকালীন পরিচর্যার জন্য স্যানিটারী ন্যাপকিন/প্যাড এর ব্যবহার অতীব গুরুত্বপূর্ণ। গ্রাম পর্যায়ে সহজলভ্য না হওয়ার কারণে নারী ও কিশোরীগণ স্যানিটারী ন্যাপকিন/প্যাড সংগ্রহ করতে পারে না, তাছাড়া পরিবারের অন্যান্য সদস্যগণও বাজার থেকে স্যানিটারী ন্যাপকিন/প্যাড সংগ্রহে অভ্যস্ত বা আগ্রহী নয়। বিষয়গুলো চিন্তা করতঃ দলিত EASRHR প্রকল্প জাতীয় পর্যায়ে স্যানিটারি প্যাড উৎপাদন ও বিক্রয়কারী প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের সাথে মতবিনিময় সভার মাধ্যমে গ্রাম পর্যায়ে স্যানিটারী ন্যাপকিন/প্যাড সরবরাহে তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। গত ৫ই ডিসেম্বর ২০১৯ইং তারিখে জেলা পর্যায়ের সরকারি কর্মকর্তা, স্যানিটারী ন্যাপকিন প্যাড উৎপাদন ও বিক্রয়কারী প্রতিষ্ঠান ও গ্রামীণ পর্যায়ের খুচরা বিক্রেতাদের সাথে মত বিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় খুলনা জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে মাননীয় জেলা প্রশাসক, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক, সিভিল সার্জন-খুলনা, উপ-পরিচালক মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, উপ-পরিচালক পরিবার পরিকল্পনা ছাড়াও স্যানিটারী ন্যাপকিন/প্যাড উৎপাদন ও বিক্রয়কারী প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন। মত বিনিময় সভায় স্যানিটারি ন্যাপকিন/প্যাড উৎপাদন ও বিক্রয়কারী প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিগণ স্বল্প মূল্যে প্রত্যন্ত অঞ্চলে স্যানিটারি ন্যাপকিন/প্যাড সরবরাহের আগ্রহ ও ইচ্ছা ব্যক্ত করেন।

৮. শেয়ারনেট সভাঃ

ডিসেম্বর'২০১৯ এর ৮ তারিখে ঢাকার গুলশান-১ এ স্পেক্ট্রা কনভেনশন সেন্টারে শেয়ার নেট-এর উদ্যোগে Knowledge Fair 2019 অনুষ্ঠিত হয়। দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য ও অধিকার নিয়ে বর্তমানে কর্মরত ১৭ সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা উক্ত Knowledge Fair 2019 এ অংশগ্রহন করে। যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য ও অধিকার সংক্রান্ত জ্ঞান অর্জন ও অভিজ্ঞতা বিনিময় করাই ছিল উক্ত অনুষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্য। শেয়ারনেট বাংলাদেশের প্রকল্প পরিচালক জনাব অর্ণব চক্রবর্তী অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন ও অনুষ্ঠানের উদ্বোধনী ঘোষণা করেন। শেয়ারনেট বাংলাদেশের ষ্টিয়ারিং কমিটির সভাপতি ডাঃ আবুল হোসেন অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন নাসিমা বেগম, চেয়ারম্যান বাংলাদেশ মানবাধিকার কমিশন, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডঃ আশা টর্কেলসন, কান্ট্রি রিপ্রেজেনটেটিভ-UNFPA, সেলিমা আহমেদ-বাংলাদেশ ওমেন চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাসট্রিজ ও গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় সাংসদ। উক্ত অনুষ্ঠানে দলিত EASRHR প্রকল্প অংশগ্রহন করে এবং স্টলের মাধ্যমে প্রকল্পের কর্মকান্ড উপস্থাপন এবং প্রকল্পের কর্মকান্ডের উপর একটি পোষ্টার উপস্থাপন করে।

৯. পথনাটকঃ

যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য ও অধিকার বিষয়ে সাধারন জনগণকে সচেতন করার জন্য দলিত EASRHR প্রকল্প পথ নাটকের আয়োজন করে থাকে। এরই ধারাবাহিকতায় গত ১৪ই নভেম্বর ২০১৯ইং তারিখে ফুলতলা উপজেলার আটরা- গিলাতলা ইউনিয়ন-এর আওতায় বুড়ো মায়ের গাছতলা প্রাঙ্গণে এক পথ নাটকের আয়োজন করা হয়। পথ নাটক অনুষ্ঠানে পেশাদার শিল্পীগণ অভিনয়ের মাধ্যমে যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য ও অধিকার বিষয়ক জ্ঞানগর্ভ

উপস্থাপনা তুলে ধরেন। পথ নাটক অনুষ্ঠানে ফুলতলা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, ফুলতলা উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা ও আটরা-গিলাতলা ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে যে বিষয়গুলো অভিনয়ের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয় সেগুলো হলো-

- প্রজনন স্বাস্থ্য ও অধিকার
- কিশোর-কিশোরীদের বয়ঃসন্ধিকালীন পরিবর্তন
- বাল্যবিবাহের কুফল ও প্রতিরোধ

১০. খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টি মেলাঃ

আন্তর্জাতিক দাতা সংস্থা সলিডারিডাড-এর আর্থিক সহযোগিতায় স্থানীয় একটি বেসরকারি সংস্থা কর্তৃক ডুমুরিয়া উপজেলা চত্বরে ২১ ও ২২শে ডিসেম্বর খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টি বিষয়ে সাধারন জনগনকে সচেতন করার জন্য বাৎসরিক মেলার আয়োজন করে। উক্ত মেলায় EASRHR প্রকল্প অংশগ্রহন করে ও একটি স্টল পরিচালনা করে। মেলায় প্রকল্পের কর্মকান্ড উপস্থাপনের জন্য স্টলের মাধ্যমে পোস্টার প্রদর্শণ সহ প্রকল্পের নিউজলেটার, ব্রোসিয়ার ও ষ্টিকার বিতরণ করা হয়। মেলায় ডুমুরিয়া উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, উপজেলা চেয়ারম্যানসহ বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। EASRHR প্রকল্পের স্টল পরিদর্শন শেষে দর্শনার্থীগণ দলিত-এর যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য ও অধিকার সংক্রান্ত কর্মকান্ডের প্রশংসা করেন। মেলার সমাপ্তি পর্যায়ে আয়োজক সংস্থা কর্তৃক দলিত-এর সক্রিয় অংশগ্রহনের স্বীকৃতি সরুপ একটি সম্মাননা ক্রেষ্ট প্রদান করেন।

EASRHR প্রকল্পের এ পর্যায়ে (জুলাই ২০১৯ইং - ডিসেম্বর ২০১৯ইং) যে ফলাফল গুলো অর্জন করা সম্ভব হয়েছে, তা নিম্নে বর্ণনা করা হলো:

- মাধ্যমিক স্কুল পর্যায়ে কিশোরীদের ঋতুকালীন স্বাস্থ্য পরিচর্যা বিষয়ে সচেতন করার ফলে ৪৫% কিশোরী স্যানিটানি ন্যাপকিন/প্যাড ব্যবহারে অভ্যস্ত হয়েছে;
- স্যানিটারি ন্যাপকিন/প্যাড সরবরাহের জন্য স্যানিটারি ন্যাপকিন/প্যাড উৎপাদন ও বিক্রয়কারী প্রতিষ্ঠানের সাথে সংযোগ স্থাপন করা হয়েছে। এর ফলে প্রতিষ্ঠানগুলো স্বল্পমুল্যে স্যানিটারি ন্যাপকিন/প্যাড সরবরাহ করছে;
- উপকারভোগীদের বিভিন্ন আয় বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত করার জন্য সরকারি সেবা প্রতিষ্ঠানের সাথে সংযোগ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। যার ফলে সরকারি সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলো (যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, সমবায় অধিদপ্তর, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর) প্রকল্পভুক্ত ৭২ জন উপকারভোগীকে আয় বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করছে;
- সরকারি সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগের মাধ্যমে দলিত ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য বিভিন্ন সহযোগীতা (বিশেষ ছাত্র বৃত্তি, মাতৃত্বকালীন ভাতা, প্রতিবন্ধী ভাতা, বয়স্ক ভাতা) প্রাপ্তি নিশ্চিত করা হয়েছে;
- ইউনিয়ন পরিষদের সাথে সমন্বয় জোরদার করার ফলে কমিউনিটি ক্লিনিকের উন্নয়ন কর্মকান্ড (যেমন ক্লিনিকের সংযোগ সড়ক তৈরী ও ইটের সলিং, সীমানা নির্ধারণ ও কাঁটাতারের সীমানা বেড়া, পানীয় জলের জন্য গভীর নলকূপ স্থাপন) বাস্তবায়ন করা হয়েছে;
- নিয়মিত যোগাযোগের মাধ্যমে সরকারী পর্যায়ের কর্মকর্তাদেরকে প্রকল্পের বিভিন্ন কর্মকান্ডে (উপকারভোগীদের প্রশিক্ষণ, পথনাটক, কমিউনিটি সভা) উপস্থিতি নিশ্চিত করা ও প্রকল্পের কর্মকান্ড সম্বন্ধে অবহিত করা হয়েছে;
- জরায়ু সংক্রমণ রোগে আক্রান্ত নারীদের উপজেলা স্বাস্থ্য কেন্দ্রে বিনামূল্যে জরায়ু অপারেশন করার ব্যবস্থা করা হয়েছে;
- ইউনিয়ন পরিষদের সমন্বয় সভায় উপজেলা চেয়ারম্যান-এর উপস্থিতি নিশ্চিত করার মাধ্যমে ইউনিয়ন পরিষদের সাথে কমিউনিটি ক্লিনিকের সমন্বয় জোরদার করা হয়েছে;
- দলিত ও প্রান্তিক নারীদের সচেতনতার মাধ্যমে জরায়ু সংক্রমণ রোগ প্রতিরোধে উপজেলা স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ভায়া টেস্ট করানো সম্ভব হয়েছে;
- উপজেলা স্বাস্থ্য বিভাগের সাথে এ্যাডভোকেসীর মাধ্যমে কমিউনিটি ক্লিনিকে গর্ভবতী নারীদের নিরাপদ প্রসবের সরঞ্জামাদি ক্রয়সহ নিরাপদ প্রসবের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করা হয়েছে;
- কমিউনিটি ক্লিনিকের স্বাস্থ্য সেবা গ্রহনে দলিত ও প্রান্তিক নারী এবং কিশোরীদের অভিগম্যতা ৪০% বেড়েছে;
- দলিত ও প্রান্তিক জনগনের সাথে সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের যোগাযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে।

সম্পাদক:
স্বপন কুমার দাস, নির্বাহী পরিচালক, দলিত
৩৭/১, কেদারনাথ সড়ক, মহেশ্বরপাশা, কুয়েট, দৌলতপুর, খুলনা- ৯২০৩
ফোনঃ ০৪১-৭৭৫০১৮ মেইল: dalitkhulna@gmail.com ওয়েবসাইট: www.dalitbd.org

প্রকল্প বাস্তবায়নে:
Dalit
অর্থায়ণে:
AmplifyChange, UK